ইদ্রাকপুর দুর্গ,মুন্সিগঞ্জ

অবস্থান:

মুন্সিগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে পুরোনো কাছারি এলাকায় মরা ইছামতি নদীর উত্তর তীরে এবং ঢাকা থেকে ২৪ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে ইদ্রাকপুর দুর্গ অবস্থিত।

ইদ্রাকপুর দুর্গ

সোনারং মন্দির

অবস্থান :

মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গিবাড়ী উপজেলার সোনারং গ্রামে সোনারং মন্দির অবস্থিত। জেলা সদর থেকে ১২ কিমি পশ্চিমে এবং উপজেলা সদর থেকে ২ কিমি উত্তরে আলোচ্য প্রত্নস্থানের অবস্থান।

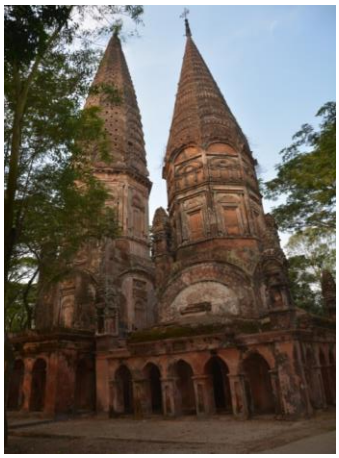

সোনারং মন্দির

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

এক মঞ্চের উপর দুটি মন্দির পাশাপাশি দন্ডায়মান। মন্দির দুটি উচু শিখর বিশিষ্ট। মন্দিরের সামনে বারান্দা রয়েছে। সোনারং মন্দির এক বারান্দাযুক্ত শিখর বিশিষ্ট মন্দিরের শ্রেণীভূক্ত। পাশাপাশি অবস্থিত মন্দির দুটির পশ্চিমেরটি তুলনামুলক বড় এবং কালিমন্দির হিসেবে পরিচিত এবং পূর্বের ছোটটি শিব মন্দির হিসেবে পরিচিত। কালিমন্দিরটি বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত এবং সামনে বারান্দা রয়েছে। বর্গাকার গর্ভগৃহের(৩.৩৫ মি দ্ধ ৩.৩৫ মি) উপরে প্রায় ১৫ মিটার উঁচু শিখর রয়েছে। শিখরের দ্বিতীয় ধাপে গিয়ে অষ্টকোনাকৃতির আকার ধারন করেছে। অষ্টকোনাকৃতির শিখরের উপরে কলসাকৃতির ফিনিয়েল এর সঙ্গে লোহার দন্ডের সঙ্গে ত্রিশুল যুক্ত আছে। কেন্দ্রীয় মূল শিখরের দ্বিতীয় ধাপে চারটি রতR যুক্ত আছে। সামনের বারান্দা ১.৯০ মিটার প্রশ¯ত এবং বারান্দার উপরে সমতল ছাদ রয়েছে। বারান্দার দক্ষিণ দিকে তিনটি খিলানে তিনটি প্রবেশ পথ আছে।

কালিমন্দিরের পাশের শিবমন্দির বর্গকার পরিকল্পনায় নির্মিত।শিব মন্দিরের চারদিকে ১.৩০মিটার চওড়া বারান্দা আছে।বারান্দাসহ মন্দিরের পরিমাপ ৭.৭২মিটার দ্ধ৭.৭২মিটার।মন্দিরের গর্ভগৃহ বর্গকার এবং পরিমাপ ২.৭৫মিটার দ্ধ২.৭৫মিটার।মন্দিরের কেন্দ্রীয় শীর্ষ চ,ড়াসহ আরও দুধাপে চার কোণায় চারটি করে মোট আটটি চ,ড়া বা রত্ন আছে।এটি একটি নবরত্ন বিশিষ্ট শিব মন্দির।

বাবা আদম মসজিদ

অবস্থান :

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলা থেকে ৫ কিমি পশ্চিমে মীর কাদিম পৌরসভায় দরগাবাড়ীতে (কাজি কসবা) বাবা আদম মসজিদ অবস্থিত।

বাবা আদম মসজিদ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

বাবা আদম মসজিদ বাংলায় মোঘল আমলের মসজিদ স্থাপত্যের অনন্য নজির। মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সুলতান জালাল-উদ-দীন ফতেহ শাহের রাজত্ব কালে মালিক –উল-মোয়াযযমমালিক কাফুর ৮৮৮হিজরী (১৪৮৩ খ্রি:) সালে মসজিদটি নির্মাণ করেন।

ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট বাবা আদম মসজিদ আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত এবং বাইরের পরিমাপ উদগত কর্ণার টারেটসহ ১৪.৩০ মি দ্ধ ১১.৪৫ মি। দেয়াল ২.০০মিটার প্রশস্ত। মসজিদের ভিতর দুটি আইল এবং তিনটি বেতে বিভক্ত।বùাক ব্যসল্ট এর দুটি পিলার ভিতরে রয়েছে যা খিলানের ভার বহন করছে। পিলার বেইস অষ্টকোণাকৃতি এবং স্যাক্ট ষোল কোণাকৃতির। পূর্ব দেয়ালে তিনটি পয়েন্টেড খিলানের মধ্যে তিনটি দরজা রয়েছে এবং পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। মসজিদের কার্ণিশ ধনুকাকৃতির এবং বাঁকানো। গম্বুজ সুলতানী বৈশিষ্ট্য যুক্ত উল্টানো বাটির ন্যায়। মসজিদে বিভিন্ন সময় সংস্কার কাজ হয়েছে ফলে আদি অলংকরণ আর নেই। কেন্দ্রীয় মিহরাবে কিছু অলংকরণ রয়েছে।

মীর কাদিম সেতু

অবস্থান :

মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর থেকে প্রায় ৭ কিমি দক্ষিণ পশ্চিমে মীর কাদিম পৌরসভায় মীর কাদিম সেতু অবস্থিত। মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলারে ও টঙ্গিবাড়ী উপজেলার সীমানায় এ সেতুটি মীর কাদিম খালের উপর গঠিত। বাবা আদম মসজিদ থেকে এ সেতুর দূরত্ব ৪ কিমি।

মীর কাদিম সেতু

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

পুরাতন সেতুটি মীর কাদিম খালের উপর গঠিত। স্থানীয় মানুষ পুল/ সেতুটি রাজা সেন নির্মাণ করেন বলে দাবি করেন। কিন্তুু স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ রুপে মোঘল আমলের এবং মো: আবু মুসা সেতুটি ১৭ শতাব্দীর পূর্বের নয় বলে মনে করেন। সেতুটি ৫২.৫০ মিটার লম্বা এবং ৬মিটার প্রশস্ত। সেতুতে তিনটি খিলান আছে এবং কেন্দ্রীয় খিলানটি ৪.২৫ মিটার প্রশস্ত এবং পাশের দুটি খিলান ২.১৭ মিটার প্রশস্ত।

সেতুতে সংস্কার ও সংরক্ষণ কাজ করা হয়েছে । সেতুর দুপাশের প্যারাপেট দেয়াল ১.০০ মিটার উঁচু এবং ৩.৪৫ মিটার পুরু।

হরিশ চন্দ্রের দিঘী

অবস্থান :

মুন্সিগঞ্জ জেলাস্থ রামপাল ইউনিয়নের রঘুরামপুর গ্রামে হরিশচন্দ্র রাজার দিঘী অবস্থিত। মুন্সিগঞ্জ জেলা সদর থেকে ১৬ কিমি দক্ষিণ পশ্চিমে এর অবস্থান।

হরিশ চন্দ্রের দিঘী

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

বিক্রমপুর একটি প্রাচীন স্থান। চন্দ্র ও সেন বংশীয় নৃপতিদের রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল। বিক্রমপুর বলতে বর্তানে একটি বিশাল এলাকা বুঝায়। হরিশ চন্দ্রের দিঘী এই বিক্রমপুর এলাকায় অবস্থিত। বিক্রমপুর এলাকার মধ্যে বহু প্রাচীন দিঘী ও পুকুর রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি অন্যতম রামপাল দিঘী, দিওয়ার দিগী, মুখ্যরামপুর দিঘী, ধামদহ দিঘী, মামাসার দিঘী, ধামারণ দিঘী, মঘা দিঘী, টঙ্গিবাড়ী দিঘী, ও হরিশ চন্দ্রের দিঘী ইত্যাদি। হরিশ চন্দ্রের দিঘী আয়তাকার উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৩৫০ মিটার লম্বা এবং পূর্ব পশ্চিমে প্রায় ২১০ মিটার প্রশস্ত।